EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

চট্টগ্রাম বন্দরে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তৃতা

চট্টগ্রাম, ২৫শে মে -- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ চট্টগ্রাম বন্দরে লিবার্টি ঈগল খাদ্য সহায়তা আগমন উপলক্ষে নিম্মোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

আস্‌সালামু আলাইকুম। শুভ সকাল। চট্টগ্রামে এসে এই বন্দর পরিদর্শন করে আমি আনন্দিত। চট্টগ্রাম বন্দরের রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। চতুর্থ শতাব্দীতে যাত্রা শুরু করেছিল এই চট্রগ্রাম বন্দর। তখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও চীন থেকে জাহাজ এসেছে এই বন্দরে। শতাব্দী ধরে এই বন্দরটি প্রাণচাঞ্চল্যকর এবং ক্রমবর্ধমান এক ব্যস্ত বন্দরে পরিণত হয়েছে। চলতি সপ্তাহে চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে লিবার্টি ঈগল। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী লিবার্টি ঈগল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের "শান্তির বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদেশে খাদ্য পরিবহণ করে থাকে। আজ আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছি যে, লিবার্টি ঈগল আমাদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ৪৫,৭০০ মেট্রিক টন গম বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার বুঝতে পারে যে, খাদ্য সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বাংলাদেশের জনগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিসহ ভয়াবহ বন্যা এবং বড় ধরনের একটি ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আর এই চ্যালেঞ্জগুলো সকল নাগরিকদের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং ব্যয়সাধ্য খাদ্য সরবরাহের গুরুত্বের ওপরই জোর দিয়ে থাকে।

আমি আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আর সেগুলো হচ্ছে শক্তিশালী গণতন্ত্র, টেকসই উন্নয়ন এবং সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখান। চলতি খাদ্য সহায়তা এই তিনটি লক্ষ্যমাত্রাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যয়সাধ্য খাবার একটি পরিবারকে সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে তার শিক্ষায় বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দেয়। খাবার টেবিলে খাদ্যের নিশ্চয়তা একটি পরিবারকে নেতিবাচক বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের প্রয়োজনে সাড়া দিচ্ছে। আমরা এ বছর বাংলাদেশে খাদ্যের চালান দিগুণেরও বেশি করেছি। চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়মিত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির অতিরিক্ত তিন কোটি ডলার মূল্যের জরুরি খাদ্য সহায়তাসহ সর্বমোট ৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার মূল্যমানের খাদ্য ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে। বস্তুত, সদ্য পাওয়া ৪৫,৭০০ মেট্রিক টন গমের অংশবিশেষ বরগুনা ও বাগেরহাট জেলার ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহায়তায়

ব্যবহার করা হবে। অবশিষ্ট গম যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) চলমান খাদ্য কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বন্যা-প্রবণ এবং মৌসুমী খাদ্য নিরাপত্তাহীন এলাকায় বণ্টন করা হবে। আর এই খাদ্য সহায়তা সরাসরি খাদ্য বণ্টন অথবা কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং কাজের বিনিময়ে অর্থ উদ্ধার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এ ছাড়া এই সহায়তা স্কুল খাদ্য কর্মসূচি এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা ও তাদের সন্তানদের পুষ্টি যোগানের জন্যও ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বার্ষিক এবং চলতি খাদ্য কর্মসূচি চর, হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলের ৩,৫০০ প্রত্যন্ত ও বিপন্ন গ্রামে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিগ্রহণ কর্মকাণ্ডে সহায়তার মধ্য দিয়ে দুর্যোগে সাড়াদান এবং উন্নয়নের মধ্যকার দূরত্বে সেতু বন্ধনের জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। আমরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ২৪৫টি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা করেছি, গোষ্ঠীভিত্তিক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রায় ৪,০০০ অবকাঠামো তৈরি করেছি এবং ৩০,০০০ পরিবারের জন্য জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলা সামগ্রীর একটি মজুদ গড়ে তুলেছি। আমরা দেশের ২৭৭টি দুর্যোগপ্রবণ উপজেলার ২৭১টিতে স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবী এবং স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও প্রদান করেছি। এই কর্মসূচি বসতবাড়ী উঁচু করা, বাজার ও স্কুলের সাথে বর্ধিত সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে সম্পদ রক্ষা এবং হাঁসমুরগীর খামার প্রতিপালন, দুগ্ধ খামার এবং শাকসবজি চাষের মত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশের সাড়ে তিন হাজার গ্রামের ৪০ লাখ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে আসছে।

বহু বছর ধরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ও বন্ধু হয়ে আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক। আর স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৫০০ কোটি ডলারেরও বেশি সহায়তা প্রদান করেছে। আমরা এই বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধনকে অব্যাহত রাখতে চাই। আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যতকল্পে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করতে আমরা এদেশের সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করে যাবো।

বাংলাদেশের প্রতি আমার সরকারের অব্যাহত অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আজ আমি এখানে আসতে পেরে আনন্দিত। এই খাদ্য সহায়তা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বন্ধুত্ব এবং দেশটির সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করতে আমাদের প্রচেষ্টারই প্রতিফলন।

==========

** বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/ ২০০৮